

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৪

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৪

অধ্যায়-১ প্রারম্ভিক

১. শিরোনাম
২. সংজ্ঞা
৩. উদ্দেশ্য

অধ্যায়-২: ভূমির উৎস, মালিকানা ও ব্যবহার

৪. ভূমির উৎস
৫. ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ
৬. ভূমির ব্যবহার

অধ্যায়-৩: ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান

৭. উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান
৮. ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অনুমতি প্রদান
৯. যাত্রী ছাউনি নির্মাণে অনুমতি প্রদান

ভূমি ইজারা

অধ্যায়-৪: প্রবেশপথ

১০. আবাসিক
১১. বাণিজ্যিক
১২. পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন

অধ্যায়-৫: বিলবোর্ড

১৩. বিলবোর্ড

অধ্যায়-৬: অন্যান্য ইজারা

১৪. মৎস্য চাষ
১৫. কৃষিকাজ
১৬. সামাজিক বনায়ন
১৭. স্ট্যাকইয়ার্ড স্থাপন

অধ্যায়-৭: সাধারণ শর্তাবলী

অধ্যায়-৮: চুক্তি অনুমোদনকারী ও নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

অধ্যায়-১: প্রারম্ভিক

১. শিরোনাম

- ১.১ এ নীতিমালা “সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৪” হিসেবে অভিহিত হবে।

২. সংজ্ঞা

- ২.১ ‘ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ’ অর্থ ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত সমুদয় দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ;
- ২.২ ‘ইজারা’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বিনিময়ে অথবা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় উদ্ধৃত সর্বোচ্চ মূল্যে যা (নির্ধারিত হারের চেয়ে কম নয়) বন্দোবস্ত দেয়া;
- ২.৩ ‘বিলবোর্ড’ অর্থ সড়ক পার্শ্বে এক বা একাধিক খুঁটি বা পোল দ্বারা স্থাপিত বানিজ্যিক বোর্ড;
- ২.৪ ‘যাত্রী ছাউনি’ অর্থ রাস্তার পার্শ্বে যেখানে গণপরিবহন থামে এমন কোন জায়গায় যাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত ছাউনি;
- ২.৫ ‘স্ট্যাকইয়ার্ড’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত কোন ভূমিতে সাময়িকভাবে সড়ক উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নির্মাণ সামগ্রী রাখার জায়গা;
- ২.৬ ‘সামাজিক বনায়ন’ অর্থ ‘সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১০’ অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে বৃক্ষরোপন;
- ২.৭ ‘প্রবেশপথ’ অর্থ মহাসড়কের পার্শ্বে নির্মিত ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসস্থান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমিতে নির্মিত পথ;

- ২.৮ ‘বরোপিট’ অর্থ মহাসড়কের পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন পতিত নীচু ভূমি;
- ২.৯ ‘জলাশয়’ অর্থ প্রায় সব সময় পানি জমে থাকে এরূপ কোন অব্যবহৃত জায়গা;
- ২.১০ ‘পুকুর’ অর্থ মহাসড়কের পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন চারদিকে পার্বশিষ্ট জলাশয়;
- ২.১১ ‘অব্যবহৃত ভবন’ অর্থ সওজ অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত ভবন;
- ২.১২ ‘রিসোর্ট’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত কটেজ ও অন্যান্য স্থাপনা;
- ২.১৩ ‘অধিদপ্তর’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং এ নীতিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উক্ত অধিদপ্তরের কোন কর্মচারী বা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হবেন।
- ২.১৪ ‘মহাসড়ক’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক
- ২.১৫ ‘মন্ত্রণালয়’ অর্থ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

৩. উদ্দেশ্য

- ৩.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির তথ্য সংরক্ষণ ও মালিকানা নিশ্চিতকরণ;
- ৩.২ ভূমির রেকর্ডপত্রাদি হালনাগাদকরণ;
- ৩.৩ সাময়িকভাবে অব্যবহৃত ভূমির অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও **সুসংহতকরণ**।
- ৩.৪ অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে ইজারা প্রদানের মাধ্যমে নন-টেক্স রেভিনিউ আদায়।

অধ্যায়-২: ভূমির উৎস, মালিকানা ও ব্যবহার

৪. ভূমির উৎস

৪.১ প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত ভূমি

ব্রিটিশ আমলের Public Works Department (PWD) পাকিস্তান আমলে Communication and Building (C&B) এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৬২ সালে তৎকালীন সিএন্ডবি ভেঙে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এ ধারাবাহিকতায় সড়ক নেটওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত/রেকর্ডভুক্ত ভূমি।

৪.২ অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমি

The Land Acquisition Act 1894-এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ভূমি;

The (Emergency) Requisition of Property Act, 1948 এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ভূমি;

The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance (Ordinance No.II of 1982) 1982 এর আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমি।

৪.৩ হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমি

বিভিন্ন সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেমন-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকট স্থানান্তরিত সড়ক এবং সড়ক সংলগ্ন ভূমি ও ভূমির স্থাপিত স্থাপনা ও স্থাপনাসমূহ।

৫. ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ

- ৫.১ অনুচ্ছেদ- ৪ অনুযায়ী প্রাপ্ত ভূমির রেকর্ড যথাযথভাবে সড়ক বিভাগভিত্তিক ডিজিটাল ও বই আকারে বঁধাই করে সংরক্ষণ ও ভূমির রেকর্ড নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করণ;
- ৫.২ সার্ভেয়ার দ্বারা পরিমাপ করে অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি র সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত সীমানায় প্রাচীর/খুটি/ স্তম্ভ স্থাপন;
- ৫.৩ নামজারী ও জমাখারিজ করে ভূমির খতিয়ান হালনাগাদকরণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- ৫.৪ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধকরণ;
- ৫.৫ যেসকল ভূমি অবৈধ দখলে রয়েছে তার জন্য অবৈধ দখলদারের নাম ও ঠিকানাসহ পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ;
- ৫.৬ যেসকল ভূমি নিয়ে মামলা রয়েছে সে সকল ভূমির ও মামলার তথ্য সম্বলিত পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

৬. ভূমির ব্যবহার

- ৬.১ নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক ও ভবিষ্যতে মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কার এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ইজারা দেয়া যাবে না। তবে অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে অধ্যায় ৩, ৪, ৫ এবং ৬ এর পদ্ধতি মোতাবেক দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য ইজারা বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

অধ্যায়-৩: ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান

৭. উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান

- ৭.১ সরকারী /আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যেমন-অপটিক্যাল ফাইবার লাইন, পানির পাইপ লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদি র প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- ৭.২ এ ধরনের ব্যবহারের অনুমতি বিদ্যমান মহা সড়কের টো (Toe) বা যেখানে মহাসড়ক ভবিষ্যত সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে সেখানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির শেষ সীমানা বরাবরই শুধুমাত্র প্রদান করা যাবে;
- ৭.৩ মহাসড়ক উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান স্থাপিত স্থাপনাসমূহ সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের নোটিশে আবশ্যিকভাবে নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে;
- ৭.৪ কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থাপনা অপসারণে ব্যর্থ হলে ঐ স্থাপনা পরিত্যক্ত হিসেবে গন্য হবে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এ সকল স্থাপনার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৮. ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অনুমতি প্রদান

- ৮.১ সড়ক নিরাপত্তা ও যান চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না সড়ক দ্বীপের শুধুমাত্র এমন স্থানে ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- ৮.২ সড়ক দ্বীপের বাইরে কোন স্থানে কোন অবস্থাতেই কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের অনুমতি দেয়া যাবে না;
- ৮.৩ ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থান, আকার, স্থাপনের উচ্চতা ও কাঠামোর ডিজাইন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
- ৮.৪ মহাসড়ক সংস্কার ও মেরামত এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের নোটিশে আবশ্যিকভাবে সরিয়ে নিতে হবে অন্যথায় ভেঙ্গে অপসারণ করা যাবে।
- ৮.৫ ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য এককালীন ফি প্রযোজ্য হবে;
- ৮.৬ এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর মৌজামূল্যের ভিত্তিতে ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

উদাহরণ: জমির শ্রেণী, সড়ক/সড়ক দ্বীপের পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য x জমির পরিমাণ
১,০০,০০০ টাকা x ০.০৪ একর = ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা।

৯. যাত্রী ছাউনি নির্মাণে অনুমতি প্রদান

- ৯.১ সড়ক নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করে না এবং পথচারী ও গাড়ীচালকদের দৃষ্টি ব্যাহত করে না সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন এমন আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমিতে বাস্তব প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে যাত্রী ছাউনি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- ৯.২ এক্ষেত্রে আগ্রহী উদ্যোক্তা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা এবং লে-আউট প্ল্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
- ৯.৩ যাত্রী ছাউনিতে উক্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন দোকান নির্মাণ এবং কোন বিজ্ঞাপনী বোর্ড স্থাপন করা যাবে না বা কোন দোকান, রেস্টুরেন্ট ও বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালনা করা যাবে না;
- ৯.৪ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নির্মিত যাত্রী ছাউনিতে দোকান বা বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য অস্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে ইজারা প্রদান করতে পারবে ;
- ৯.৫ নির্মিত যাত্রী ছাউনি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রয়োজনে বিনা ক্ষতিপূরণে নির্মানকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ অপসারণে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তা অপসারণ করা হবে এবং তা সরকারী সম্পত্তি বলে গন্য হবে।

ভূমি ইজারা প্রদান

অধ্যায়-৪: প্রবেশ পথ

১০ আবাসিক

১০.১ ১৯২৫ সালের হাইওয়ে এ্যাক্ট এবং মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০১ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে বাড়ি নির্মাণ করা হলে সেই বসত বাড়িতে যাতায়াতের প্রয়োজনে প্রবেশ পথ হিসেবে সড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১০.২ বসত বাড়িতে যাতায়াতের প্রবেশ পথের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) ফুট এবং প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২;

১০.৩ বসত বাড়িতে প্রবেশ পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

১০.৪ বসত বাড়িতে প্রবেশ পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে। প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ৫ (পাঁচ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি একত্রে পরিশোধ করতে হবে।

১০.৫ বসত বাড়িতে যাতায়াতের প্রবেশ পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর মৌজা মূল্যের ভিত্তিতে ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

উদাহরণ: জমির শ্রেণী নাল, পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা।

এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য × জমির পরিমাণ

১,০০,০০০ টাকা × ০.০৪ একর = ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা।

১০.৬ বসত বাড়িতে যাতায়াতের প্রবেশ পথের বাৎসরিক ইজারা ফি হবে এককালীন ফি'র ৫%। তবে মৌজা মূল্যের হ্রাস -বৃদ্ধির ফলে বাৎসরিক ইজারা ফিও হ্রাস -বৃদ্ধি পাবে।

১১.০ বাণিজ্যিক

১১.১ ১৯২৫ সালের হাইওয়ে এ্যাক্ট এবং মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০১ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হলে সেই প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রয়োজনে প্রবেশ পথ হিসেবে সড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১১.২ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশ পথের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট এবং প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২;

১১.৩ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;

১১.৪ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে। প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ৫ (পাঁচ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি একত্রে পরিশোধ করতে হবে।

১১.৫ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশ পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর মৌজা মূল্যের ভিত্তিতে ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

উদাহরণ: জমির শ্রেণী নাল, পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা।

এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য × জমির পরিমাণ

১,০০,০০০ টাকা × ০.০৪ একর = ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা।

১১.৬ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশ পথের বাৎসরিক ইজারা ফি হবে এককালীন ফি'র ১০%। তবে মৌজা মূল্যের হ্রাস -বৃদ্ধির ফলে বাৎসরিক ইজারা ফিও হ্রাস -বৃদ্ধি পাবে।

১২.০ পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন

১২.১ ১৯২৫ সালের হাইওয়ে এ্যাক্ট এবং মহাসড়ক (নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০১ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে নিজস্ব ভূমিতে পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন স্থাপন করা হলে সেই পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে যাতায়াতের প্রয়োজনে প্রবেশ পথ হিসেবে সড়ক সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

- ১২.২ এ ক্ষেত্রে ২(দুই)টি প্রবেশপথ প্রদেয় হবে, যার প্রতিটির প্রশস্ততা উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট এবং প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২;
- ১২.৩ পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে প্রবেশ পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে;
- ১২.৪ সড়ক নিরাপত্তা ও সাচ্ছন্দ্যে চলাচলের স্বার্থে জ্বালানী স্টেশন হতে সড়কে সরাসরি প্রবেশ করা যাবেনা, এর জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী সার্ভিস লেন ইজারাগ্রহীতাকে নিজ খরচে নির্মাণ করতে হবে;
- ১২.৫ পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে প্রবেশ পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে; প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ৫ (পাঁচ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য একত্রে পরিশোধ করতে হবে;
- ১২.৬ পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে যাতায়াতের প্রবেশ পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর মৌজা মূল্যের ভিত্তিতে ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

উদাহরণ: জমির শ্রেণী নাল, পরিমাণ ০.১২ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা।
 এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য x জমির পরিমাণ
 ২,০০,০০০ টাকা x ০.১২ একর = ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকা।

- ১২.৭ পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশনে যাতায়াতের প্রবেশ পথের বাৎসরিক ইজারা ফি হবে এককালীন ফি'র ২০%। তবে মৌজা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বাৎসরিক ইজারা ফিও হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে।
- ১২.৮ এ নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে নতুন করে কোন সিএনজি স্টেশন বা পেট্রোল পাম্প স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না।
- ১২.৯ এ নীতিমালা জারীর পূর্বে ২০০৪ সালের বা তৎপূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত সিএনজি ও পেট্রোল পাম্পের ক্ষেত্রেও পরবর্তী নবায়নের সময় থেকে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে এবং প্রবেশপথসহ সম্পূর্ণ ভূমির জন্য এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে।
- ১২.১০ নতুন প্রবেশপথ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/এলাকার সর্বোচ্চ প্রতি কিলোমিটারে ২ (দুই) টি এবং পৌর এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে ১ (এক) টি অন্যান্য এলাকায় প্রতি ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারে সর্বোচ্চ একটি সিএনজি স্টেশন বা পেট্রোল পাম্পের জন্য প্রবেশ পথের অনুমোদন দেয়া যাবে।

অধ্যায়-৫: বিলবোর্ড

- ১৩.১ সড়ক নিরাপত্তার ঝুঁকি সৃষ্টি করে না এবং পথচারী ও গাড়ীচালকদের মনোসংযোগ ব্যাহত করে না সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন এমন ভূমিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;
- ১৩.২ সড়ক বাঁকের ভিতরের দিকে (Inside the curve), কেপিআই (Key Point Installation) এলাকার অভ্যন্তরে, ফুট ওভার ব্রিজ, সেতু, ফ্লাইওভার, সড়কের ভবন ইত্যাদি অবকাঠামোর উপর ও পার্শ্বে এবং সড়কের দু'পাশ জুড়ে আড়াআড়িভাবে (Across the road) কোন অবস্থাতেই বিলবোর্ড স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে না;
- ১৩.৩ অনুচ্ছেদ ১৩.২ সাপেক্ষে বিলবোর্ডের অবস্থান, আকার, স্থাপনের উচ্চতা, দূরত্ব এবং কাঠামোর ডিজাইন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
- ১৩.৪ বিলবোর্ডে অশালীন, সরকারী নীতির পরিপন্থী বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা যাবে না;
- ১৩.৫ বিলবোর্ডে ব্যবহৃত ভাষা, ছবি, স্কেচ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির দায়-দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;
- ১৩.৬ প্রতিটি বিলবোর্ডের উপরে ইজারা গ্রহীতাকে যে স্মারকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার নম্বর, তারিখ ও মেয়াদ পাঠযোগ্যভাবে উল্লেখ করতে হবে;
- ১৩.৭ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন কারণে বিলবোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পথচারী ও যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি এবং সড়ক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ইজারা গ্রহীতাকে তাৎক্ষণিকভাবে তা অপসারণ করতে হবে, অন্যথায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিকটস্থ অফিস কর্তৃক তা অপসারণ করা হবে। এক্ষেত্রে অপসারিত বিলবোর্ড সরকারী সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং অপসারণের যাবতীয় ব্যয়ভার ইজারা গ্রহীতাকে বহন করতে হবে;
- ১৩.৮ সরকারী প্রয়োজনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বিনা ভাড়াই বছরে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিন ইজারাকৃত বিলবোর্ডে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করতে পারবে;

১৩.৯ বিলবোর্ড ইজারা গ্রহণের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রদান করতে হবে;

১৩.১০ বিলবোর্ড ইজারা হবে বর্গফুট ভিত্তিক। বিলবোর্ড ইজারার এককালীন ফি বিল বোর্ডের ধরণ এবং সড়কের শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তী প্রতি অর্থবছরের এককালীন ফি পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রযোজ্য নির্ধারিত ফি এর উপর ৫% হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের এককালীন ভিত্তি ফি নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিল বোর্ডের ধরণ	এককালীন ফি (টাকায়)		
		জাতীয় মহাসড়ক সংলগ্ন ভূমি	আঞ্চলিক মহাসড়ক সংলগ্ন ভূমি	জেলা সড়ক সংলগ্ন ভূমি
১।	ডিজিটাল টিভি (প্রতি বর্গফুট/বাৎসরিক)	৪০,০০০.০০	২৪,০০০.০০	১৬,০০০.০০
২।	স্ক্রলভিশন (প্রতি বর্গফুট/বাৎসরিক)	১০,০০০.০০	৬,০০০.০০	৪,০০০.০০
৩।	ট্রাইভিশন (প্রতি বর্গফুট/বাৎসরিক)	৫,০০০.০০	৩,০০০.০০	২,০০০.০০
৪।	অন্য যে কোন ধরণের বিলবোর্ড (প্রতি বর্গফুট/বাৎসরিক)	২,০০০.০০	১,২০০.০০	৮০০.০০

১৩.১১ বিলবোর্ড ইজারার বাৎসরিক ইজারা ফি হবে এককালীন ফি'র ১০% ;

১৩.১২ ইজারা গ্রহীতাকে বিলবোর্ড সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর ও ভ্যাট প্রদান করতে হবে। প্রথম চুক্তি স্বাক্ষর ও নবায়নের সময় সিটিআরসহ কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

১৩.১৩ ইজারা গ্রহীতাকে বিদ্যুৎ খরচের ব্যয় বহন করতে হবে।

অধ্যায়-৬: অন্যান্য ইজারা

১৪. মৎস্য চাষ

১৪.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন মৎস্য চাষের উপযোগী আপাতঃ অব্যবহৃত নীচু ভূমি বা বরোপিট সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বছর বছর নবায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে মৎস্য চাষের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১৪.২ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ইজারা প্রদান করা যাবে। তবে উদ্ধৃত দর বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের এক তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না।

১৫. কৃষিকাজ

১৫.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন কৃষিকাজের উপযোগী আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বছর বছর নবায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে কৃষিকাজের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে;

১৫.২ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ইজারা প্রদান করা যাবে। তবে উদ্ধৃত দর বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের এক তৃতীয়াংশের কম হতে পারবে না।

১৬. সামাজিক বনায়ন

১৬.১ সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমিতে বা রাস্তার পার্শ্বের ভূমিতে বৃক্ষরোপন/বনায়ন করা যাবে;

১৬.২ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় /প্রকল্পের মাধ্যমে অব্যবহৃত ভূমিতে বা রাস্তার পার্শ্বের ভূমিতে বৃক্ষরোপন/বনায়ন করতে পারবে।

১৬.৩ সড়ক নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন স্থানে অথবা সড়কের সোল্ডারে কোন বৃক্ষরোপন/বনায়ন করা যাবে না।

১৭. স্ট্যাকইয়ার্ড স্থাপন

- ১৭.১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কার এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদারের আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে স্ট্যাকইয়ার্ড হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত কাজের চুক্তিকালীন সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে সরকারী ফি আদায়পূর্বক ইজারা প্রদান করা যেতে পারে;
- ১৭.২ স্ট্যাকইয়ার্ড ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে **তদুর্ধ্ব ১** (এক) বছরের জন্য শুধু এককালীন ফি পরিশোধযোগ্য হবে , এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজামূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;
- ১৭.৩ ইজারা মেয়াদ ১ (এক) বছরের বেশী হলে বাৎসরিক ইজারা ফি দিতে হবে এককালীন ফি'র ২০%
- ১৭.৪ নির্দিষ্ট ইজারা মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদারের সমুদয় মালামাল ঠিকাদার কর্তৃক বিনা ব্যর্থতায় অপসারণ করতে হবে ; অন্যথায় এ সমস্ত মালামাল সরকারী মালামাল হিসেবে গণ্য হবে।

অধ্যায়-৭: সাধারণ শর্তাবলী

- ১৮.১ ইজারার জন্য তফসীল 'ক' তে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রয়োজনে নির্ধারিত ফরম সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারবেন;
- ১৮.২ মৎস্য, কৃষি কাজ ও সামাজিক বনায়নের জন্য ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা ভূমির সংলগ্ন ভূমির মালিকগণ অগ্রাধিকার পাবেন। তবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি লীজ গ্রহণে আগ্রহী না হলে বা উদ্ধৃত মূল্য কম হলে প্রার্থীত ভূমির নিকটবর্তিতা অনুসারে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে;
- ১৮.৩ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ইজারার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীকে উদ্ধৃত সম্পূর্ণ মূল্য ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার হিসেবে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারে সঠিকতা যাচাই করে অকৃতকার্য অংশগ্রহণকারীর ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অবমুক্ত করে দেয়া হবে।
- ১৮.৪ কৃষি ও মৎস্য চাষের ইজারা বাংলা সন ভিত্তিক হবে;
- ১৮.৫ প্রথম ইজারার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এই মর্মে সন্তুষ্ট হবেন যে, প্রত্যাশিত ভূমির বিপরীতে কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন নেই এবং ইজারা প্রক্রিয়াকরণ করা হলে আদালত অবমাননার কোন আশংকা নেই। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্রও প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করতে হবে;
- ১৮.৬ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশ ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন । ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, “মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না , প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরত দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমি কর্তৃপক্ষ বরাবর দখল হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন”;
- ১৮.৭ ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও কর পরিশোধ করতে হবে;
- ১৮.৮ সফল ইজারা গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। প্রত্যেক চুক্তিপত্রের সাথে ভূমির অনুমোদিত উন্নয়ন নকশা সংযুক্ত রাখতে হবে এবং নকশাটি চুক্তির অংশ হিসেবে গণ্য হবে। চুক্তিপত্রে ভূমির পরিমাপ একরে উল্লেখ করে ভূমির তফসিল [মৌজার নাম, খতিয়ান নম্বর (সিএস, আরএস, বিএস ও চৌহদ্দী), দাগ নম্বর (সিএস, আরএস, বিএস ও চৌহদ্দী)] সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;
- ১৮.৯ সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ািলিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংলগ্নীসহ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
- ১৮.১০ ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাহিরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে ইজারা কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার দাবী করতে পারবেন না;

- ১৮.১১ ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে ইজারা কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে;
- ১৮.১২ ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাহিরে অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে না। করলে ইজারা কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্ত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৮.১৩ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের স্বার্থে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে পারবে বা ইজারাকৃত ভূমির ব্যবহার বন্ধ রাখতে পারবে ;
- ১৮.১৪ কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৮.১৫ ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১৮.১৬ চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৪ (চার) মাস পূর্বে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। অন্যথায় নতুন করে ইজারা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। নবায়ন ফি পূর্বতন ইজারা ফি'র ১০% অতিরিক্ত হারে পরিশোধ করতে হবে;
- ১৮.১৭ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সে সময়ে প্রয়োজন না থাকলেই শুধু নবায়নের আবেদন বিবেচনা ও প্রক্রিয়া করা যাবে।
- ১৮.১৮ ইজারার চলমান মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ১ (এক) মাস পূর্বে পুনঃইজারার কার্যক্রম শেষ করা হবে;

অধ্যায়-৮: চুক্তি অনুমোদনকারী ও নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়
২	ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অনুমতি প্রদান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়
৩	যাত্রী ছাউনি নির্মাণে অনুমতি প্রদান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়
৪	প্রবেশপথ (বানিজ্যিক)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৫	প্রবেশপথ (পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি স্টেশন)	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬	বিলবোর্ড স্থাপন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭	মৎস্য চাষ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯	সামাজিক বনায়ন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০	প্রবেশপথ (আবাসিক)	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
১১	কৃষিকাজ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
১২	স্ট্যাকইয়ার্ড স্থাপন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ সংশ্লিষ্ট জোন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ সংশ্লিষ্ট জোন

- ১৯ আদায়কৃত এককালীন ও বাৎসরিক ইজারা ফি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল' এ নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
- ২০ ইতোপূর্বে সম্পাদিত সমুদয় ইজারা এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকবে, তবে ইজারা ফি বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী সংশোধিত আকারে পুনঃনির্ধারন করতে হবে। পরবর্তী নবায়নের তারিখ হতে এই ইজারা ফি কার্যকর হবে;
- ২১ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ভূমি ব্যবস্থাপনা, মালিকানা নিশ্চিতকরণ এবং বিবিধ ব্যবহার বিষয়ে পূর্বেকার সকল আদেশ, নির্দেশ বা নীতিমালা বাতিলকরতঃ এ নীতিমালা জারী করা হল। তবে এ সকল নীতিমালার আওতায় যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরবর্তী নবায়ন সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
- ২২ সরকার, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, সময় সময় এ নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে।